বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUN 1989

15

473

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন

সকল উন্নয়নই মানুষের জন্য— তাই উন্নয়ন সম্পর্কে যত প্রচারণা চালানোই হোক না কেন, যদি মানুষ এবং মানবিক সম্পদের উন্নয়ন না হয়, তবে সে উন্নয়ন অর্থহীন। মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ শিক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় বাজেটের মাত্র ১.৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়। এই বরাদ্দ থেকেই অনুমান করা যায় যে, শিক্ষার জন্য বা মানবিক সম্পদকে আমরা কি অপরিসীম অবহেলা করছি। এই অবহেলা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য নীচে উপস্থাপন করছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ১৯৮৭ সালে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। সরকারীভাবে অদ্যাবধি এই রিপোর্ট প্রকাশ করা বা গ্রহণ করা হয়নি, যদিও এখন বাজারে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ভঙ্গের এই ডকুমেন্ট বিক্রয় হচ্ছে, মূল্যমাত্র পঞ্চাশ টাকা।

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আরও একটি প্রচারণা জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে, "দু'হাজার সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা"। "দু'হাজার সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা" কর্মসূচীকে কার্যকরী করার কর্মসূচী উপরোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গের ডকুমেন্টের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি পদক্ষেপও কি গৃহীত হয়েছে? অবশ্য বিদেশ থেকে সাহায্য লাভকে যদি দেশীয় উদ্যোগ ধরা হয়, তবে আমরা যে খুবই উদ্যোগী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে উন্নতমানের শিক্ষক সরবরাহের কোন পরিকল্পনাই আমাদের নেই। অথচ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে, গায়ের জোরে কোনরূপ চিন্তাভাবনা বা পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কতকগুলো সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে, যেমন প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। পৃথিবীর কোন উন্নত দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে বিদেশী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার দৃষ্টান্ত নেই। ধরা যাক, গায়ের জোরে ইংরেজী বাধ্যতামূলক হল, কিন্তু গায়ের জোরে শিক্ষকদের তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করা যাবে না। কোন বিবেকসম্পন্ন জাতি তাদের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের হাতে তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সোপর্দ করে না। অথচ বিদেশী ভাষার মত জটিল বিষয় শেখানোর জন্য কত অবলীলায় আমরা কত বড় অন্যায় করছি।

সকলেই জানেন যে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চাইতে ধ্বংস করা অনেক অনেক সহজ। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বিধিকে অগ্রাহ্য করে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার বিলাসিতায় বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন মেতে উঠেছে। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি চিঠি সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসনের তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কৃষিবিপ্লব শুরু করেই নিজের ভুল উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাবিপ্লব ছাড়া অন্য কোন বিপ্লব সম্ভব নয়। আমরা আবার ঐ একই ভুল করছি। কৃষকের উন্নয়ন ছাড়া যেমন কৃষির উন্নয়ন হতে পারে না, মানুষের উন্নয়ন ছাড়া তেমনি অন্য কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। উন্নয়নের নামে আমরা যতই গলাবাজি আর রেডিও-টেলিভিশনে চটকদারী প্রচারণা চালাই, শিক্ষাকে পিছনে ফেলে সেগুলো যে কত অর্থহীন আশা করি প্রতিটি চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ তা উপলব্ধি করবেন।

অতএব সর্বাপেক্ষা জুনিয়র মন্ত্রীকে শিক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করে এবং সর্বাপেক্ষা অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রশাসনে স্বজনপ্রীতির সুযোগ দিয়ে শিক্ষাকে আমরা যত অবহেলা করছি, সামগ্রিকভাবে আমরা ততই পিছিয়ে যাচ্ছি।

অতএব জাতির কর্তা ব্যক্তিগণের নিকট আমার আবেদন, শিক্ষাকে যথাযোগ্য অগ্রগণ্যতা দেওয়া হোক, শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ৩ শতাংশ ব্যয় করা হোক। উল্লেখ্য, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর সালাম শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ৪ শতাংশ ব্যয় করার সুপারিশ করেছেন। শিক্ষকদের খালি পদসমূহ পূরণ করা হোক এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হোক, তাদের ন্যায্য পদোন্নতি প্রদান করা হোক এবং অবিলম্বে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকর করে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করা হোক। আগামী বাজেট সেশনের শ্লোগান হোক 'শিক্ষাই উন্নয়ন'।

ফরিয়াজউদ্দিন
কলাবাগান, ঢাকা।